তারিখ ... ২৩।২।২০০৪
পৃষ্ঠা ... ০৭ কলাম ... ৫

দৈনিক ইনকিলাব 57

উচ্চ শিক্ষার ভর্তিযুদ্ধ

পিছিয়ে পড়ছে মফস্বলের তরুণরা

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পর শুরু হয়েছে ভর্তিযুদ্ধ। উচ্চ শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পছন্দ হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় এবার দ্রুত ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করবে। ইতোমধ্যে সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র জমা নেয়া শুরু হয়েছে। এবারই সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় একই সময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতেও অনার্স ভর্তির সার্কুলার ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে। মেধাবী তরুণরা তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিষয়ে ভর্তির জন্য দৌড়-ঝাঁপ শুরু করেছে। অধিকাংশ মেধাবী তরুণের লক্ষ্য হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিদিন দীর্ঘ লাইন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ৩টি ব্যাংক থেকে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই ভর্তি কার্যক্রম শেষ করা হবে।

কাঙ্ক্ষিত বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দরকার ব্যাপক প্রস্তুতি। তবে প্রস্তুতি পর্বে শহরের তরুণদের তুলনায় গ্রামের তরুণরা পিছিয়ে রয়েছে। গ্রামের তরুণরা সুযোগ-সুবিধার অভাবে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম কিনেছে যশোরের মেধাবী তরুণ আব্দুস সাত্তার।

এসএসসি ও এইচএসসি দুটো পরীক্ষাতেই তার রয়েছে স্টার মার্কস। ভর্তি ফরম কিনতে ঢাকায় এসে শহরের তরুণদের প্রস্তুতি দেখে সে উদ্বিগ্ন। ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা ভাল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি রয়েছে কোচিংয়ের সুবিধা। যা গ্রামের একজন মেধাবী তরুণ কল্পনাও করতে পারছে না। এছাড়া গ্রাম থেকে শহরে এসে কোচিং করা যেমন ব্যয়বহুল ব্যাপার তেমনি গরীব কৃষকের নেই সামর্থ্য। সামর্থ্যের অভাবে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে গ্রামের মেধাবী তরুণরা।

❑ মাসুদ নোমান